لزوم أهل السنة و الجماعة والإعتصام به (লুজুমু আহলিসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত ওআল ই'তিসামু বিহা) তথা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'তকে আঁকড়ে ধরা বা আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'তের সাথে লেগে থাকা সম্পর্কে আলোচনাঃ

এখন আমি والإعتصام بها لزوم الجماعة أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ অথবা "الْجَمَاعَةُ" (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা সম্পর্কে হাদিস শরীফ ব্যবহার করার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা।

1)- عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قا ل : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بخيف منى / بمسجد الخيف من مني، يقول : نضر الله عبدًا سمع مقالتي(كلامي) فحفظها ووعاها(ثم لم يزد فيه) وبلغها (ثم أداها إلى) من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إ لى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله و نصيحة لأئمة المسلمين(و الطاعة لذوي الأمر، و المناصحة لأولي الأمر)، و لزوم جماعتهم (والاعتصام بجماعة المسلمين، و لزوم جماعة المسلمين)، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم" (16582/1524/1523/ 1522) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- মোহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতয়িম তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি মিনাতে খাইফ মসজিদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে শুনেছি,তিনি বলেন, আল্লাহ (তাআ'লা) এমন বান্দাকে (বান্দার মুখ) উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে মুখস্ত করে আয়ত্বে করে (এতে বৃদ্ধি না করে হুবহু) তা এমন লোকের নিকট পৌঁছে দেয় যে তা শুনে নি, (কারণ) এমন অনেক ফিক্হ বা গভীর জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যার (নিজেরই) জ্ঞান নাই ,আরো এমন অনেক ফিক্হ বা গভীর জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যিনি তার চাইতে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায় ।(জ্ঞানীদের প্রতি লক্ষ্য করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন) তিনটি বিষয় রয়েছে যে গুলোর বিষয়ে মুমিনের হৃদয় শত্রুতা করে না:

১. আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে আমল করা

২.মুসলমানদের ইমাম তথা জ্ঞানী নেতাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা (আদেশ দানকারীদের প্রতি আনুগত্য করা/ কল্যাণ কামনা করা)

৩. তাদের আল-জামাআ'ত নামে দল ধরে রাখা (মুসলমানদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল তথা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দলের সাথে লেগে থাকা), নিশ্চয়ই তাদের আহবান তাদের পরবর্তীদের অন্তর্ভূক্ত করবে অর্থাৎ পরবর্তীরা তাঁদের আহবানের অন্তর্ভূক্ত ।

আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫২২,১৫২৪,১৬৫৮২ ।

(2)- عن أنس بن مالك ،قال: خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بمسجد الخيف من مني ، فقال : - نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ثم ذهب إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إ لى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مؤمن: إخلاص العمل لله والنصح لمن ولاه الله عليكم الأمر ، و لزوم جماعة المسلمين)، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم"(9444) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মিনাতে খাইফ মসজিদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্বোধন করে বলেন: আল্লাহ (তাআ'লা) এমন বান্দাকে (বান্দার মুখ) উজ্জল করুন যে আমার কথা শুনে মুখস্ত করে নেয় ,তারপর সে তা এমন লোকের নিকট

নিয়ে যায় যে তা শুনে নি, (কারণ) এমন অনেক ফিক্হ বা গভীর জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যার (নিজেরই) জ্ঞান নাই ,আরো এমন অনেক ফিক্হ বা গভীর জ্ঞান বহন কারী রয়েছে যিনি তার চাইতে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায় ।(জ্ঞানীদের প্রতি লক্ষ্য করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন) তিনটি বিষয় রয়েছে যে গুলোর বিষয়ে মুমিনের হৃদয় শত্রুতা করে না:

১. আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে আমল করা

২.আল্লাহ যাকে তোমাদের উপর শাসক নিয়োগ করেছেন তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা

৩. মুসলমানদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল ধরে রাখা বা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলের সাথে লেগে থাকা), নিশ্চয়ই তাদের আহবান তাদের পরবর্তীদের অন্তর্ভূক্ত করবে অর্থাৎ পরবর্তীরা তাঁদের আহবানের অন্তর্ভূক্ত । মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৯৪৪৪

(3) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد المالك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبًا فقال : إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم ، فقال : " أكرموا أصحابي فإنهم خياكم ، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب ، حتي يحلف الإنسان على اليمين لايسألها ، و يشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ ،و هو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن" (20710) في مصنف عبد الرزاق

অর্থঃ .....আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত: ওমর বিন খাত্তাব জাবিয়াতে খিতীব বা বক্তা হিসেবে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তোমাদের নিকট আমার যেরুপঅবস্থান তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হয়ে বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে সম্মাণ কর, কেননা তাঁরা তোমাদের উৎকৃষ্ট (লোক),তারপর তাদের পরবর্তী শতাব্দী, তারপর তাদের পরবর্তী শতাব্দী, তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি মানুষ জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে এবং জিজ্ঞাসিত হবার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে ফেলবে । অতএব, যার জান্নাতের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে তাকে অবশ্যই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, শয়তান তাদের তৃতীয় জন, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন । মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-২০৭১০ ।

(4)- عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقا يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فينا فقال " أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،ثم يفشو الكذب حتي يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، عليكم بالجماعة وإيا كم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد و هو من الاثنين أبعد، ومن سرته حسنته و ساءته سيئته فذلك المؤمن،" (2165) الترمذي.

অর্থঃ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর জাবিয়াতে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মানুষেরা ! নিশ্চয়ই আমি আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অবস্থানের মত আমি তোমাদের মধ্যে দন্ডায়মান হলাম। অতপর বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীদের সম্পর্কে ওসিয়ত করছি, তারপর তাদের পরবর্তীদের (শতাব্দী) সম্পর্কে ওসিয়ত করছি, তারপর তাদের পরবর্তীদের(শতাব্দী) সম্পর্কে ওসিয়ত করছি, তারপর মিথ্যা প্রকাশ হবে, এমনকি লোক শপথ চাওয়ার পূর্বেই শপথ করে ফেলবে এবং স্বাক্ষী মানার পূর্বেই স্বাক্ষ্য দিয়ে

ফেলবে । সাবধান ! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, তাদের উভয়ের তৃতীয় জন হবে শয়তান, তোমাদের অবশ্যই الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে থাকতে হবে এবং الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে বা দূরে থাকতে হবে । কেননা, শয়তান একের সাথে,দুয়ের থেকে অধিক দূরে, কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যাবে না, কারণ, শয়তান তাদের তৃতীয় জন, যার নিকট সুন্দর কিছু পছন্দ হয় আর মন্দ কিছু খারাপ লাগে সেই মুমিন । তিরমিজি শরীফ,, হাদিস শরীফ নং-২১৬৫ ।

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : تفرقت بنو إسرائل علي إحدى و سبعين فرقة، و تفرقت النصاري على اثنين و سبعين فرقة، وأمتي تزيد عليهم فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم"(7202) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ আবি উমামা থেকে বর্ণিত, তিমন বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি," বনী ঈসরাইলরা ৭১টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল , নাছারারা ৭২টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার উম্মৎ তাদের চেয়ে একটি ফিরকা বা দল বৃদ্ধি হবে । السواد الأعظم (সাওয়াদুল আ'জম)তথা বৃহত্তম দল ছাড়া সবগুলোই দোযখে যাবে । আল-মু'জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২০২ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত السواد الأعظم (সাওয়াদুল আ'জম) তথা বৃহত্তম দল বলতে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকেই বুঝানো হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সর্বাবস্থায় الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে । ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত অন্য কোন দল-উপদলের সাথে কোন অবস্থাতেই সম্পর্ক রাখা যাবে না এবং ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত অন্য কোন দল-উপদলের সাথে সম্পর্ক রাখলে জান্নাত বা বেহেস্তে যাওয়া যাবে না । বেহেস্তে যেতে হলে সর্বাবস্থায় الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে ।

(6)- عن خباب بن الأرت قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم مبعثًا فقلت : يا رسول الله ، إنك تبعثني بعيدًا و أنا أشفق عليك ، قال: و ما بلغ من شفقتك عليك؟ " قلت: أصبح فلا أظنك تمسى، وأمسي فلا أظنك تصبح، قال: يا خباب، خمس إن فعلت بهن رأيتني،وإن لم تفعل بهن لم ترني" ، فقلت: يا رسول الله وما هن ؟ قال: " تعبد الله لا تشرك به شيئًا وإن قطعت و حرقت، و تؤمن بالقدر" ، قلت : يا رسول الله وما الإيمان بالقدر ؟ قال : تعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئك، و أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، و لا تشرب الخمر فإن خطيئتها تقرع الخطايا ، كما أن شجرتها تعلك الشجر، و بر والديك وإن أمرك أن تخرج من الدنيا، وتعتصم بحبل الجماعة ، فإن يد الله على الجماعة، يا خباب، إنك إن رأيتني يوم القيامة لم تفارقني" (3621)في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ খাব্বাব বিন আল ইরতি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোন কারনে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাকে (কোথাও দূরে পাঠালেন, আমি বললাম : ইয়া রাসুলুল্লাহি , আপনি

আমাকে দূরে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি , তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন : আমার ব্যাপারে তোমার কি আশঙ্কা ? "আমি বল্লাম: আমি সকাল করব কিন্তু আমি মনে করছি না যে আপনি সন্ধা করবেন (সন্ধা পর্যন্ত বাঁচবেন), আর আমি সন্ধা করব কিন্তু আমি মনে করছি না যে আপনি সকাল করবেন (সকাল পর্যন্ত বাঁচবেন), তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন: হে খাব্বাব, পাঁচটি বিষয় যদি তুমি কর তবে তুমি আমাকে (কিয়ামতে) দেখতে পাবে, আর যদি তুমি উক্ত পাঁচটি বিষয় না কর তা হলে তুমি আমাকে (কিয়ামতে)দেখতে পাবে না । আমি বললাম, : ইয়া রাসুলুল্লাহি , সে গুলো কি ? তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন : ১. তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কিছুরই শরীক/ অংশীদার করো না যদিও তোমাকে কেটে ফেলা হয় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ২. তুমি ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস করবে, আমি বললাম: ইয়া রাসুলুল্লাহি ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস কি ? তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন : তুমি জেনে নাও যে, যা ঘটেছে তা তোমার জন্য ব্যর্থ হওয়ার নয় আর যা তোমার জন্য ব্যর্থ হয়েছে তা তোমার বেলায় ঘটার নয়, ৩. তুমি মদ পান করবে না, কেননা, এর পাপ অন্যান্য পাপকে নাড়া দেয় যেমন ছোট একটি গাছ অন্যান্য গাছের সাথে জড়ো হয়ে থাকে ৪. তুমি বাবা-মার সাথে সদ্ধব্যবহার করবে যদিও তারা তোমাকে দুনিয়া (ঘর) থেকে বের হয়ে যেতে বলে ৫. তুমি الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির রশি আঁকড়ে ধরে রাখবে, নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত (অনুগ্রহ) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির উপর । হে খাব্বাব, তুমি যদি আমাকে কিয়ামতে দেখতে পাও তা হলে আর আমার থেকে তুমি পৃথক হবে না, আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬২১ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এই কথা জানা গেল যে, উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখা। الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে রাখলে কিয়ামতের দিন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে আঁকড়ে ধরে না রাখলে কিয়ামতের দিন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।

এখন প্রশ্ন হল أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকে ধরে রাখার পদ্ধতি কি ?

এর পদ্ধতি হল, মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত") নামে নাম রাখা। মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত যে কোন দল-উপদলের নাম " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত") নামে নাম রাখলেই এবং নিজ নিজ ঘরে পরিবার-পরিজন,সন্তা-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সভা-সমিতিতে, ওয়াজ-মাহফিলে, সেমিনার-সম্মেলন ইত্যাদিতে শ্রোতাদের সাথে, নিজ এলাকায় মসজিদে , নিজ মহল্লায়-নিজ গ্রামে মুসলিম জনগণের সাথে, নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে কোন আলোচনা -পর্যালোচনা করলেই أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে ধরে রাখা হল ।